রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ২১, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৭.২৩.০০১.২০**-৩৪৩—চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহমান হালদা নদী রুইজাতীয় মাছের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র। উল্লেখ্য, হালদা নদীর রুইজাতীয় মাছের স্টক কৌলিতাত্ত্বিকভাবে (Genetically) বিশুদ্ধ। এপ্রিল—জুন মাসে হালদা নদীর বিভিন্ন স্থানে রুইজাতীয় মাছের প্রজননের ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিষিক্ত ডিম পাওয়া যায়। উপরন্তু, একক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত এই নদী মহাবিপন্ন গাঙ্গেয় ডলফিন (Platanista gangetica) এর আবাসস্থল।

০২। এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে রুইজাতীয় মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতকরণ ও গাঙ্গেয় ডলফিনের আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী উপজেলা এবং পাঁচলাইশ থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হালদা নদী এবং নদী তীরবর্তী ৯৩,৬১২ টি দাগের ২৩,৪২২.২৮০৫৯ একর জায়গা "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

অবস্থান

০৩। খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী উপজেলা এবং পাঁচলাইশ থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৯৪ কি.মি. দৈর্ঘ্যের হালদা নদী ও নদী তীরবর্তী এলাকা। প্রস্তাবিত হেরিটেজ এলাকা: নদীর উৎস, হাসুক পাড়া পাহাড়: অক্ষাংশ ২২°.৫৫´৩৯.৭৯″N, দ্রাঘিমাংশ ৯১°.৪৬´১৭.৩২″E হতে কর্ণফুলি নদীর সংযোগস্থল মোহরা: অক্ষাংশ ২২°.২৬.৬৬৭´N, দ্রাঘিমাংশ ৯১°.৫০.৪৭০´E পর্যন্ত।

মূল্য : টাকা ৪.০০

হালদা নদী (হাসুক পাড়া পাহাড়, রামগড়, খাগড়াছড়ি হতে মোহরা, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর মিলনস্থল পর্যন্ত) এবং নদী তীরবর্তী এলাকার নিম্নবর্ণিত সংখ্যক জে. এল. দাগের জমি:

ক্রমিক নং	উপজেলা	জে এল (সংখ্যা)	মোট দাগ (সংখ্যা)	মোট জমির পরিমাণ (একর)
১	২	৩	৪	৫
১.	রামগড়	১	৩	১.০৫
২.	মানিকছড়ি	৫	২,৪১৭	২,১০৯.৮১৭৫
৩.	ফটিকছড়ি	৩৭	৫৩,০৮৪	১০,৯৭৫.৮৬২৩
৪.	হাটহাজারী	১৪	৪,২৩৮	৫,৪১১.১৮৩৬
৫.	রাউজান	১৬	২৯,৬০৬	৪,২৯০.২৫৬১৯
৬.	পাঁচলাইশ	১	৪,২৬৪	৬৩৪.১১১
	মোট = ৬	৭৪	৯৩,৬১২	২৩,৪২২.২৮০৫৯

০৪। অতএব, "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" ঘোষণা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশের দিন হতে হালদা নদীতে নিম্নলিখিত শর্তাবলী কার্যকর হবে :

(ক) এ নদী হতে কোনো প্রকার মাছ ও জলজ প্রাণি ধরা বা শিকার করা যাবেনা। তবে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর প্রজনন মৌসুমে নির্দিষ্ট সময়ে মাছের নিষিক্ত ডিম আহরণ করা যাবে;

(খ) প্রাণি ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী কোনো প্রকার কার্যকলাপ করা যাবেনা;

(গ) ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ করা যাবেনা;

(ঘ) মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণির জন্য ক্ষতিকারক কোনো প্রকার কার্যাবলী করা যাবেনা;

(ঙ) নদীর চারপাশের বসতবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন করা যাবেনা;

(চ) কোনো অবস্থাতেই নদীর বাঁক কেটে সোজা করা যাবেনা;

(ছ) হালদা নদীর সাথে সংযুক্ত ১৭ টি খালে প্রজনন মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি—জুলাই) মৎস্য আহরণ করা যাবেনা;

(জ) হালদা নদী এবং এর সংযোগ খালের উপর নতুন করে কোনো রাবার ড্যাম এবং কংক্রিট ড্যাম নির্মাণ করা যাবেনা;

(ঝ) 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ তদারকি কমিটি' এর অনুমতি ব্যতিরেকে হালদা নদীতে নতুন পানি শোধনাগার, সেচ প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা যাবেনা;

(ঞ) পানি ও মৎস্যসহ জলজ প্রাণির গবেষণার ক্ষেত্রে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ তদারকি কমিটি' এর অনুমতিক্রমে হালদা নদী ব্যবহার করা যাবে;

(ট) মাছের প্রাক-প্রজনন পরিভ্রমণ সচল রাখার স্বার্থে হালদা নদী এবং সংযোগ খালের পানির প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবেনা;

(ঠ) রুইজাতীয় মাছের প্রাক-প্রজনন এবং প্রজনন মৌসুমে (মার্চ—জুলাই) ইঞ্জিন চালিত নৌকা চলাচল করতে পারবে না;

উন্নততর পরিবেশগত এবং প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে এলাকার সীমা-পরিসীমা নির্ধারণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে বিধি-নিষেধ আরোপসহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আদেশক্রমে

সুবোল বোস মনি
অতিরিক্ত সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.